দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 08 JUN 2015 পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৪

শিক্ষার আলো নিয়ে ঢাকায় কৈলাস

• ইশরাত বিনতে আফতাব •

বিশ্বব্যাপী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করছেন শান্তিতে নোবেল জয়ী ভারতীয় ব্যক্তিত্ব কৈলাস সত্যার্থী। গত ২৯ মে এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। তার বাংলাদেশ সফরের উদ্দেশ্যই ছিল এ দেশে শিক্ষাব্যবস্থায় গুণগত মান নিশ্চিত ও সর্বস্তরে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করা। রাজধানী ঢাকার সোনারগাঁও হোটেলে 'বিশ্বের গণশিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি কথা বলেন গণমাধ্যমের সঙ্গে। 'ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশনের (সিএএমপিই) উদ্যোগে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী এবং কৈলাস সত্যার্থীর সহধর্মিণী সুমেধা সত্যার্থী উপস্থিত ছিলেন। 'শিক্ষাই হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা' এমন মন্তব্য করে কৈলাস সত্যার্থী বলেন, 'আজ বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু হচ্ছে মানব পাচার। সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার না হওয়া এবং যারা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে তাদের গুণগত শিক্ষার অভাবই মানব পাচারের মতো জঘন্যতম ও ভয়ানক সামাজিক ব্যাধির দিকে তাদের ঠেলে দিচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'যদি সর্বস্তরে শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ হতো, তা হলে এসব মানুষ নিজেদের জীবন, স্বপ্ন এবং বাস্তবতা বুঝতে শিখত। লোভে পড়ে কিংবা অবৈধপথে গিয়ে এভাবে বিপদের মুখে পড়ত না।' তিনি দাবি করেন, এর পাশাপাশি শিগগিরই এ থেকে পরিত্রাণ খুঁজে বের করতে হবে।

রাজনৈতিক নেতাদের সদিচ্ছা এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি ও প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট কমিয়ে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোই হতে পারে আগামী দিনের এ সমস্যা সমাধানের কার্যকর পন্থা। এছাড়া দেশেই ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও শ্রমের মজুরি বাড়ানোর পরামর্শ রাখেন তিনি। যাতে করে তারা দেশ ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমানোর মতো চেষ্টা থেকে বিরত থাকে। শান্তিতে এ নোবেল বিজয়ী আরও বলেন, 'একটি বিপরীত শক্তি রয়েছে যারা সবসময় শিক্ষার বিপরীত স্রোতে থাকে। সবাইকে এর থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। এরা চরমপন্থী, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গেও সম্পৃক্ত রয়েছে। তারা শিশু শিক্ষাটাকে শত্রু মনে করে। কারণ মানুষ শিক্ষিত হলে এবং প্রকৃত শিক্ষা পেলে তাহলে ভবিষ্যতে তাদের আর ফাঁদে ফেলা যাবে না। এজন্য তারা শিশু শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা তৈরির পাশাপাশি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও গণশিক্ষাব্যবস্থারও টুটি চেপে ধরার চেষ্টা করে।' নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকা সফরের শেষদিনে অর্থাৎ গত ৩১ মে সন্ধ্যায় শান্তিতে নোবেল জয়ী ভারতীয় শিশু অধিকার কর্মী কৈলাস সত্যার্থী চ্যানেল আই পরিদর্শন করেন। সে সময় তিনি চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনার নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেন। চ্যানেল আই কার্যালয়ে তাকে স্বাগত জানান ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লি., চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী সুমেধা সত্যার্থী এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রধান রাশেদা কে চৌধুরী।